করোনায় দেশের ৯৫ শতাংশ পরিবারের উপার্জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে: ওয়ার্ল্ড ভিশন

করোনার প্রভাবে সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে শিশু, বিশেষত যারা শহর বা গ্রামের অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বসবাস করছে, তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে।

আর ৯০ দিনে ‘লকডাউনে’ কার্যত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ায় দেশের প্রায় ৯৫ শতাংশ পরিবারের উপার্জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার মধ্যে দৈনিক রোজগার বা ব্যবসা বন্ধ থাকায় ৭৮.৩ শতাংশ পরিবারের উপার্জন কমেছে।

শনিবার প্রকাশিত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশনের কোভিড-১৯ র্যাপিড ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ শিশু। যার মধ্যে ৪৬ শতাংশ দ্রারিদ্র এবং এর এক-চতুর্থাংশ অতিদারিদ্রতার মধ্যে বেড়ে উঠছে।

সংস্থাটির অন্তর্বর্তীকালীন ন্যাশনাল ডিরেক্টর চন্দন গোমেজ বলেন, আমরা শংকিত। বিশেষত ৫ বছরের কম বয়সী সেই সব শিশুদের নিয়ে যারা চলমান পরিস্থিতিতে পরিবারের আর্থিক সংকটের কারণে অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগছে। ফলে কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমিত হলে সবচেয়ে ঝুঁকিতে পড়বে শিশুরা। বেড়ে যতে পারে শিশু মৃত্যুর হার।

তিনি বলেন, দেশের ২৬টি জেলার ৫৭টি উপজেলার আমাদের কর্ম এলাকাগুলোতে আমরা দেখেছি খাদ্য সংকটে শিশুরা পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার খেতে পাচ্ছে না। এতে করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হলে স্বাস্থ্যঝুঁকি আরও বাড়বে।

চন্দন গোমেজ আরও বলেন, আমি শংকিত সেই ৮৭ শতাংশ শিশুদের নিয়ে যারা বাড়িতে থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করছে এবং ৯১.৫ শতাংশ শিশু যারা কোভিড-১৯ নিয়ে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত। রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের

শিশু এবং তাদের পার্শ্ববর্তী জনবসতিসহ বাংলাদেশের সব শিশুদের বর্তমান পরিস্থিতিতে যেসব সমস্যা প্রভাবিত করছে তা সমাধানে আমাদের দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া এবং এই সমস্যাগুলো সমাধানে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ওয়ার্ল্ড ভিশনের প্রতিবেদনটিতে উঠে এসেছে, জরিপ এলাকার ৯৪.৭ শতাংশ পরিবারে খুব সামান্য অথবা কোনো খাবার সঞ্চিত নেই যেখানে ৩৮.৫ শতাংশ শিশু এবং ৫৮.৯ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি দিনে সর্বোচ্চ দুইবেলা খেতে পারছেন। এছাড়া ৫৮ শতাংশ পরিবার খুব কম খাবার খেয়ে দিন পার করছে। প্রায় ৩৪ শতাংশ পরিবার রান্না, ধোয়া- মোছা ও পান করার জন্য নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে না। অন্যদিকে ৫০ শতাংশ পরিবার স্বাস্থ্যবিধি উপকরণ এবং পরিষ্কার পানির অপর্যাপ্ততার কারণে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার মতো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারছে না।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৫২টি উপজেলার ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সী ১ হাজার ৬১৬ জন শিশু এবং ২ হাজার ৬৭১ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ওপর পরিচালিত জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে র্যাপিড ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে । সূত্র-যুগান্তর

করোনায় বাংলাদেশকে ১০৫ কোটি ডলার দিচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে অর্থনৈতিক সংকট কাটাতে বাংলাদেশকে ১০৫ কোটি ডলার সহায়তা দেবে বিশ্ব ব্যাংক।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও মহামারী প্রতিরোধে সক্ষমতা বাড়াতে তিনটি প্রকল্পে এ অর্থ ব্যয় করা হবে বলে আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থাটির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

‘প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ডিজিটাল অনট্রাপ্রেনারশিপ’ (প্রাইড) প্রকল্পে ৫০ কোটি ডলার, ‘এনহ্যান্সিং ডিজিটাল

গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইকনোমি’ প্রকল্পে ২৯ কোটি ৫ লাখ ডলার ও ও ‘সেকেন্ড প্রোগ্রামেটিক জবস্ ডেভলপমেন্ট পলিসি ক্রেডিট’ প্রকল্পে ২৫ কোটি ডলার বিনিয়োগ করা হবে।

বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মার্সি টেম্বন এক বিবৃতিতে বলেন, নজিরবীহিন সংকট মোকাবিলায় ব্যতিক্রমী এ পদক্ষেপের ফলে জনসাধারণের আয় ও জীবিকা ◌্তিবাচক প্রভাব ফেলবে। প্রকল্পগুলো দক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে বাংলাদেশের অর্থনীতির পুনরুদ্ধারে সহায়তার পাশাপাশি ডিজিটাল অর্থনীতির ভিত গড়বে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৫০ কোটি ডলারের প্রাইড প্রকল্পটি প্রায় ২০০ কোটি ডলারের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ টানবে; নির্ধারিত অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং সফটওয়্যার প্রযুক্তি পার্কে সামাজিক ও পরিবেশগত মান জোরদার করবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেড় লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এর মধ্যে সফটওয়্যার পার্কের ৪০ শতাংশ এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলের ২০ শতাংশ কর্মসংস্থান হবে নারীর।

এই প্রকল্প মিরসরাই-ফেনী অঞ্চলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর -২ এর উন্নয়ন করবে যার মধ্যে থাকবে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ সড়ক নেটওয়ার্ক, সৌর বিদ্যুতের সড়ক বাতি স্থাপন ও জলবায়ু-সহনশীল পানি, স্যানিটেশন ও বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক স্থাপন।

প্রকল্পটি জনতা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে ঢাকার প্রথম ‘ডিজিটাল অনট্রাপ্রেনার হাব’ গড়ে তুলে এটিকে একটি সবুজ ভবনে পরিণত করবে। তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) ও তথ্য প্রযুক্তি সমর্থিত সেবাসহ (আইটিইএস) স্থানীয় ও বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পটি করোনাভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় অর্থনীতিকে সহায়তা করবে।

২৯ কোটি ৫০ লাখ ডলারের প্রকল্প সরকারের সব সংস্থার জন্য একটি সমন্বিত, অংশীদারিত্বভিত্তিক এবং ক্লাউড-কম্পিউটিং ডিজিটাল প্লাটফর্ম স্থাপন করবে এবং সাইবার নিরাপত্তার উন্নতি ঘটাবে, যা সরকারি আইটি বিনিয়োগে ২০০ মিলিয়ন ডলারের খরচ বাঁচাবে। এছাড়া ভবিষ্যৎ সংকট মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জনের জন্য প্লাটফর্ম সরকারকে কার্যকরভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেবা সরবরাহ করতে সক্ষম করবে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে এক লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে যার এক-তৃতীয়াংশ হবে নারী ও একলাখ তরুণ-তরুণীকে ডিজিটাল ও নতুন

প্রতিস্থাপন প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবে। এটি তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে ৩০ কোটি ডলার আয় বাড়াতে সহায়তা করবে এবং স্থানীয় আইটি কোম্পানিগুলোকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে; মহামারীর ঝুঁকি কমাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ডিজিটাল প্রযুক্তির আওতায় আনবে।

আর ২৫ কোটি ডলারের প্রকল্পটি করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের স্বল্প-মেয়াদি বিভিন্ন পদক্ষেপের সহায়তার জন্য সরকারের আর্থিক সংস্থানের পাশাপাশি অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও ভবিষ্যতের অভিঘাত মোকাবিলায় শ্রমজীবী ও দুর্বল জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করবে।

এই অর্থায়ন নারী, যুব জনগোষ্ঠী, অভিবাসী শ্রমিক এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য বাংলাদেশে বৃহৎ পরিসরে মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। এটা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ব্যবস্থার আধুনিকায়নে প্রয়োজনীয় সংস্কারে সহায়তা করবে এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীকে অধিকতর উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে সহায়তা করবে। সূত্র-যুগান্তর

মেহেরপুরে র্যাব সদস্যসহ ৩জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে র্যাব সদস্য সহ তিনজন করোনা আক্রান্ত হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুরের সিভিল সার্জন। আক্রান্তরা হলেন গাংনী র্যাব ক্যাম্পের এএসআই খবির মিয়া (৩৩), মেহেরপুর শহরের কাসারিপাড়ার তেলা মিয়ার স্ত্রী তানিয়া (৩৫) ও কোলা গ্রামের তরিকুল ইসলাম।
মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার মোঃ নাসির উদ্দিন জানান,কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাব থেকে ৩৩ জনের নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া গেছে এতে তিনজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। আক্রান্তদের বাড়ি সহ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি বাড়ি ঘোষণার প্রক্রিয়া চলছে।

র্যাব সদস্যকে প্রাথমিক ভাবে ক্যাম্পের রুম আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। অন্য আক্রান্ত দুজন তাদের বাড়িতেই থাকবেন।

এ নিয়ে জেলায় মোট ৪২ জন অাক্রান্ত হলেন। এর মধ্যে সুস্থ্য ২০ জন, মৃত ৪ জন, ১৮ জন চিকিৎসাধিন রয়েছে।

উল্লেখ্য: এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা ১৫৪৬টি, মৃত্যু – ৪ জন (১ জন নতুন)। সুস্থ্য= ২০ জন (৫ জন নতুন)। মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা বর্তমানে ১৮ জন।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মাশরাফি

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন নড়াইল-২ আসনের সংসদ সদস্য এবং জাতীয় ওয়ানডে দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা।

শনিবার তার করোনা আক্রান্তের খবর গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন বন্ধু বাবুল ও মাশরাফির মামা।

এছাড়া এমপি মাশরাফির ব্যক্তিগত সহকারী জামিল আহমেদ সানিও গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, প্রথম নমুনা পরীক্ষায় এমপি মাশরাফির কোভিড-১৯ পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। তবে বিষয়টি আরও নিশ্চিত হতে ফের তার নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে।

মাশরাফির বন্ধু বাবুল জানান, কদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন মাশরাফি। করোনা টেস্ট করান নড়াইল এক্সপ্রেস। বর্তমানে নিজ বাসায় আইসোলেশনে আছেন।

এর আগে মাশরাফির শাশুড়ি ও স্ত্রী সুমনা হক সুমির বড় বোন রিক্তা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে খবর প্রকাশ হয়।

তারা ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

মাশরাফি কিভাবে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায়নি। কারণ আক্রান্ত শাশুড়ি ও সুমির বড় বোনের

সংস্পর্শে আসেননি তিনি।

বেশ কয়েকদিন আগে নড়াইল থেকে ঢাকায় ফিরে দুই সপ্তাহ মাশরাফি আলাদা একটি বাসায় কোয়ারেন্টিনে ছিলেন। তার পর বাসায় ফিরে সাবধানেই ছিলেন। সূত্র-যুগান্তর

করোনা কেড়ে নিল আরও ৩৭ জনের প্রাণ, শনাক্ত ৩২৪০

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৪২৫ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ২৪০ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ৮ হাজার হাজার ৭৭৫ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৪৮ জন এবং মোট সুস্থ ৪৩ হাজার ৯৯৩ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩ হাজার ৭৭৯টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে আগের নমুনাসহ ১৪ হাজার ৩১টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ২৪০ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ১ লাখ ৮ হাজার হাজার ৭৭৫ জন। শনাক্তের হার ২৩ দশমিক ০৯ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৭ জন মারা গেছেন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ৪২৫ জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৪৮ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ৪৩ হাজার ৯৯৩ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪০ দশমিক ৪৪ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩১ শতাংশ।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

মেহেরপুরে আ’লীগ নেতার মৃত্যুতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর শোক

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাসে সংক্রামিত হয়ে জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক অর্থ সম্পাদক আব্দুল মহি লাল্টুর(৬৫) মৃত্যুতে গভির শোক প্রকাশ করেছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন এমপি।

শনিবার সকালে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার মাধ্যমে শোকাতর পরিবারের প্রতি গভির সমবেদনা জানিয়েছেন। সেই সাথে মৃতের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন। একই সাথে মেহেরপুরের সকল জনগনকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, শনিবার ভোরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আব্দুল মহি লাল্টুর মৃত্যু হয়। আব্দুল মহি মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ার মৃত মোহর আলী মুক্তারের ছেলে।

মেপ্র/এমএফআর

দর্শনা থানার ওসির করোনা জয়, কর্মস্থলে যোগদান

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার নতুন ওসি মাহবুব রহমান কাজল রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বর্তমান মহামারী রুপ ধারণ করা প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনে থেকে চিকিৎসা নেন।

তিনি করোনা ভাইরাস পজিটিভ হওয়ার পর তার ফেসবুক পেজে তিনি লেখেন দর্শনা বাসীকে করোনার হাত থেকে রক্ষার্থে করোনা যুদ্ধের সংগ্রাম করতে গিয়ে আজ আমি নিজেই করোনায় আক্রান্ত। আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন যাতে আমি দ্রুত সুস্থ হয়ে আমার ছোট দুটি বাচ্চা ও বৃদ্ধ বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারি এবং আবার যেন আপনাদের সেবায় নিয়োজিত হতে পারি।

পরিশেষে আপনাদের আবারো অনুরোধ করছি ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিজে নিরাপদে থাকুন সবাইকে নিরাপদে রাখুন।তবে তিনি মনের জোড়ে করোনাকে হারিয়ে আবারো ফিরে এসেছেন। করোনা যুদ্ধে জয়ী হয়ে তিনি নিজ কর্মস্থলে যোগ দিয়েছেন গতকাল।

মাহবুব রহমান কাজল বলেন, করোনার ঝুঁকির মধ্যেও সরকারি নির্দেশনা অনুসারে জেলার সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করেছি। দায়িত্ব পালনে ছিলাম অপোষহীন। হঠাৎ একদিন অনুভব করলাম শরীর খারাপের দিকে যাচ্ছে। দেখা দিচ্ছে করোনার উপসর্গ। ২৯মে করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তারপর থেকে হোম আইসোলেশনে ছিলাম। প্রথম পরীক্ষায় সর্বশেষ ১০ জুন করোনা রিপোর্ট আসে নেগেটিভ।

তিনি আরো বলেন, করোনা জয়ের প্রথম হাতিয়ার ছিলো নিজের মনোবল। নিয়মিত বেশ কয়েকটি ওষুধ সেবন করার পাশাপাশি ভিটামিন সি ও ডি যুক্ত খাবার খেয়েছি। সাথে ছিল গরম পানি। সবশেষে তিনি সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেন।

গাংনীর পলাশীপাড়া রাস্তার কাজে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা হিন্দা থেকে পলাশীপাড়া গ্রামে রাস্তায় কার্পেটিং এর কাজে অনিয়মের অভিযোগ স্থানীয়দের। স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল শুক্রবার বিকালে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে রাস্তায় বিটুমিন না ঢেলে কার্পেটিং এর কাজ দ্রুত গতিতে শেষ করার চেষ্টা করছেন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান।

রাস্তায় বিটুমিন না দিয়ে কার্পেটিং করায় স্থানীয়রা প্রতিবাদ করতে গেলে তাদেরকে দেয়া হয় বিভিন্ন হুমকি।স্থানীয়রা জানান, রাস্তাটির কাজে ব্যাপক অনিয়ম করা হচ্ছে। বিভিন্ন অজুহাতে রাস্তায় বিটুমিন না ঢেলে রাস্তা কার্পেটিং এর কাজ করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে বলতে গেলে কাজ বন্ধ করে দেওয়ারও হুমকি দিচ্ছে কাজ দেখভালের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ম্যানেজার রাজু।

স্থানীয়রা অভিযোগ করে জানান, রাস্তার কাজটি দেখে নেওয়ার জন্য ঠিকাদারের লোক ছাড়া কোন সরকারি লোক সেখানে যায়নি।

তবে রাজু নামের একজন ব্যক্তি নিজেকে ইঞ্জিনিয়ার পরিচয় দিলেও পরে জানা গেছে তিনি ঠিকাদারের কাজ দেখভালের দায়িত্বে আছেন। রাজুর নিকট থেকে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নাম জানতে চাইলে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে স্থান ত্যাগ করেন।

এ বিষয়ে এলজিইডি উপজেলা প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখ জানান, কাজটি ঠিকভাবে দেখে নেওয়ার জন্য দুইজন ওয়ার্ক এসিস্টেন্ট আসাদ আলী ও মহিবুল ইসলাম এবং এসও তহিদুল ইসলাম কাজের সাইডে রয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে উল্লেখিত ব্যাক্তিদের কোন অবস্থান পাওয়া যায়নি। কাজটি যাতে ঠিকভাবে সুসম্পন্ন হয় এজন্য এলাকাবাসী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।

বয়স কম হওয়ায় স্বামীর কাছে থাকতে পারলো না নববধূ

হাজারও কান্নাকাটি করেও প্রেম করে সদ্য বিয়ে করা স্বামীর কাছে যেতে পারলো না আলমডাঙ্গার সাহেবনগরের উর্মিলা। বয়স তাকে স্বামীর কাছ থেকে কেড়ে নিল। উর্মিলার বুক ফাটা কান্না আর আহাজারি তার স্বামীকে ধরে রাখতে পারলো না। অবশেষে স্বামীকে ছেড়ে তার পুরানো ঠিকানায় ফিরে যেতে হল।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার সাহেবনগর গ্রামের ইমান আলীর দশম শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়ে উর্মিলা একই গ্রামের ফিরোজুল ইসলামের ছেলে সাইফের সাথে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাদের প্রেমকে চিরস্থায়ী রূপ দিতে তারা সিদ্ধান্ত নেয় বিয়ে করার। কিন্ত বিয়েতে বাঁধ সাথে সাইফের পরিবারের দারিদ্র। উর্মিলার বাবা-মা এ বিয়েতে একেবারেই রাজি ছিলেন না। বাধ্য হয়ে তারা পালিয়ে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়।

গত ১০ জুন সন্ধ্যায় উর্মিলা ও সাইফ বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তারা বিয়েও করে। কিন্ত উর্মিলার পরিবার থেকে থানায় অপহরন মামলা ঠুকে দেয়। পুলিশ সাইফের পরিবারকে চাপ দিতে থাকে মেয়ে ফেরৎ দেওয়ার জন্য। স্থানীয় নেতা ও পুলিশের উপর্যুপরি চাপে পড়ে সাইফের বাবা ফিরোজুল ইসলাম যোগাযোগ করে উর্মিলাকে থানায় ফিরিয়ে আনেন।

গতকাল সন্ধ্যায় বিকেলের দিকে দুই পক্ষের লোকজন থানায় হাজির হন। উর্মিলা কাঁদতে কাঁদতে পুলিশকে জানায় সে তার স্বামীর কাছেই থাকতে চায়। স্বামীকে ছাড়া সে কিছুতেই বাঁচবে না। কিন্ত উর্মিলার বয়স ১৮ বছর না হওয়ায় পুলিশ তাকে তার বাবার হেফাজতে দিয়ে দেয়।

সন্ধ্যার আগে আগে একটি মোটরসাইকেলের মাঝখানে উর্মিলাকে বসিয়ে কান্না ঢাকতে মুখ চেপে ধরে তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্ত উর্মিলা বাঁচাও বাঁচাও বলে পথচারিদের সহযোগীতা চায়। মোটরসাইকেলটি পৌরসভার নতুন বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছলে পথচারীরা অপহরণ ভেবে মোটরসাইকেলটি ঘিরে ধরে।

অবশেষে বাধ্য হয়ে উর্মিলার বাবা বাড়িতে না গিয়ে পুনরায় তাকে নিয়ে থানায় হাজির হন। পরে আবারো জোর করে উর্মিলাকে তার বাবার সাথেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

দৌলতপুরে করোনা স্বাস্থ্যবিধি না মানায় অর্থদণ্ড

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে করোনা স্বাস্থ্যবিধি না মানা এবং সরকারি আদেশ অমান্য করায় দোকানদারসহ সাত জনকে সাড়ে ৮ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল শুক্রবার বিকালে আল্লারদর্গা বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে এ অর্থদণ্ড প্রদান করে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, সরকারি আদেশ অমান্য করে আল্লারদর্গা বাজারে দোকান খোলা রাখা ও মুখে মাস্ক না পরে মোটরসাইকেলে চলাফেরা করার দায়ে দু’জন দোকানদারসহ সাত জনকে ১৮৬০ সনের দণ্ডবিধি ২৬৯ ধারায় অর্থদণ্ড প্রদান করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শারমিন আক্তার।

দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শারমিন আক্তার জানান, সরকারি আদেশ না মেনে বিকাল ৫টার পরও দোকান খোলা রাখা ও মাস্ক ব্যবহার না করে চলাফেরা করার দায়ে সাতটি মামলায় ৮ হাজার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে তাদের সতর্ক করা হয়েছে।